দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..22. JAN. 2012...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম...১...

নানা কৌশলে বিভিন্ন বাহিনী ও শিক্ষাঙ্গনে ঢুকছে হিযবুত

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে অনুসন্ধান চলছে

■ আবুল খায়ের

রাজধানীসহ সারাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তাহরির সাংগঠনিক কার্যক্রম ব্যাপক হারে বেড়েছে। ইতিমধ্যে নস্যাৎ হওয়া সেনা অভ্যুত্থানের ঘটনায় জড়িত একশ্রেণীর ধর্মান্ধ সেনা কর্মকর্তার (কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত) সঙ্গে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের সম্পর্ক থাকার তথ্য পেয়েছে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা। অনুসন্ধানে জানা গেছে এই জঙ্গি সংগঠনের তৎপরতার সিংহভাগ রাজধানী কেন্দ্রিক। তবে সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলে এই জঙ্গি সংগঠনের কার্যক্রম রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে কর্মরতদের মধ্যে এই জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িতদের সংখ্যাও কম নয়। বিশেষ করে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে এরা দলীয় পরিচয় গোপন রেখে কিংবা অন্য কৌশলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে যোগদানের সুযোগ পেয়েছে। পুলিশ বাহিনীতে এরা বেশি সুযোগ পেয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। সেনা অভ্যুত্থানের চেষ্টা নস্যাৎ হওয়ার পর স্ব স্ব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে তাদের কোন সদস্য জড়িত রয়েছে কিনা তা অনুসন্ধানে মাঠে নেমেছে। জানা গেছে, উক্ত জঙ্গি সংগঠন সামরিক ও রাজনৈতিক কৌশলে তাদের সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। র‌্যাবসহ বিভিন্ন সংস্থা এর সত্যতা পেয়েছে।

কয়েকজন কর্মকর্তা বলেন, আমরা পাকিস্তানি হতে চাই না। এ দেশের জনগণ এটা চায় না। জঙ্গি তৎপরতা বন্ধে ধর্ম ও দেশের স্বার্থ আরও কঠোর হওয়া জরুরি পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

নানা কৌশলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তারা।

সূত্র জানায়, চারদলীয় জোট সরকারের আমলে প্রায় ২৪ হাজারের অধিক জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর ৬০ ভাগ বিএনপি দলীয় লোকের বাইরে (আওয়ামী লীগ ছাড়া) অথচ জঙ্গি তৎপরতায় জড়িত এমন ব্যক্তি চাকরি বাগিয়ে নিয়েছে। সে সময় প্রতিটি নিয়োগের জন্য মোটা অংকের উৎকোচ আদায় করা হয়। নিয়োগ বদলি বাণিজ্য গ্রুপ হিসাবে খ্যাত দলটি জনবল নিয়োগের নামে জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদের সুযোগ করে দেয়।

এদিকে, বর্তমানেও পুলিশে নিয়োগ নিয়ে অনুরূপ বাণিজ্য চলছে বলে অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, স্থানীয় এমপি দলীয় লোক নিয়োগের তালিকা স্ব স্ব পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেন। তাদের তালিকা অনুযায়ী বেশিরভাগ নিয়োগও পেয়ে থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

কোন কোন নেতার বিরুদ্ধে প্রতিটি (কনস্টেবল পদ) নিয়োগে ৩ থেকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া যায়। অফিসার পদে উৎকোচের অংক নিম্নে ১০ লাখ।

সূত্র জানায়, এই উৎকোচ বাণিজ্যের কারণে দলীয় মেধা সম্পন্ন লোকও বঞ্চিত থাকে। অথচ সুযোগ পায় জঙ্গি তৎপরতায় জড়িত এমন প্রার্থী। কোন কোন ক্ষেত্রে চিহ্নিত সন্ত্রাসী এমনকি খুনসহ নানা অপরাধে জড়িতরাও সুযোগ পায়। নেতাদের চাপের মুখে নিয়োগ দাতা কর্তৃপক্ষ অনেক সময় প্রার্থী যাচাই-বাছাই করতে পারে না বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। জানা যায়, চারদলীয় জোট সরকারের আমলে জাতীয় সংসদের সিকিউরিটি অফিসার সরাসরি জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ছিলেন। পরে তাকে গ্রেফতার পর্যন্ত করা হয়েছিল।

পুলিশের আইজি হাসান মাহমুদ খন্দকার বলেন, বর্তমানে পুলিশে নিয়োগ স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। কোন দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেয়া হয় না। নিয়োগের পরও নানাভাবে যাচাই-বাছাই শেষে যোগদান করতে বলা হয়। বিতর্কিত কোন বিষয় ধরা পড়লে পুলিশে যোগদান করার সুযোগ নেই বলে আইজি জানান।

গত শুক্রবার উত্তরায় মসজিদে লিফলেট বিলি করার সময় জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তাহরিরের পাঁচ সদস্যকে র‌্যাব গ্রেফতার করে। তবে তারা কৌশল হিসাবে হিজবুত তাওহীদের সদস্য বলে পরিচয় দেয়। হিজবুত তাহরির নিষিদ্ধ হলেও হিজবুত তাওহীদ নিষিদ্ধ নয় বলে দাবি করে তারা। লিফলেটে সরকার উৎখাতে সেনাবাহিনী সম্পর্কে উস্কানিমূলক বক্তব্য রয়েছে। এর আগেও রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ও ঢাকার বাইরে বেশ কয়েক স্থানে একই ধরনের লিফলেট বিলিকালে হিজবুত তাহরির সদস্যরা গ্রেফতার হয়েছে। এদিকে কোন কোন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতা এবং ব্যবসায়ী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিজবুত তাহরির তৎপরতায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যায়। ঐ সকল নেতা ও প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে হিজবুত তাহরিরকে সহযোগিতা করছে বলে জানা যায়।

সারাদেশে যেভাবে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে

জঙ্গিদের সংগঠন একের পর এক নিষিদ্ধ হলেও নতুন নামে সংগঠনের তৎপরতা শুরু করে। নিষিদ্ধ ঘোষিত সকল সংগঠনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ একই। র‌্যাবের পক্ষ থেকে 'হিজবুত তাওহীদ'-নামের সংগঠনটি নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। জেএমবি, হরকাতুল জিহাদসহ নিষিদ্ধ ঘোষিত সকল জঙ্গি সংগঠন একত্রে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এবার সেনাবাহিনী সম্পর্কে উস্কানিমূলক তৎপরতার সঙ্গে হিজবুত তাহরির জঙ্গি সংগঠনই জড়িত বলে তথ্য পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ ও একশ্রেণীর মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রয়েছে হিজবুত তাহরির সদস্য। শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীরা এই সংগঠনের সদস্য। ইসলামের নামে নানাভাবে প্রভাবিত করেও তাদের সংগঠনে আনা হয়।

অপরদিকে সদস্য শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের বাসা ভাড়া, সংসার খরচ, লেখাপড়ার খরচ, মেস ভাড়া, মাসিক হাত খরচসহ নির্ধারিত হারে প্রতিমাসে উক্ত জঙ্গি সংগঠন থেকে দেয়া হয় বলেও প্রমাণ মিলেছে।

ফলে আর্থিক লোভে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা এই জঙ্গি সংগঠনে জড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা প্রলোভনের শিকার হয় বেশি। তাদের সংখ্যাই বেশি জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তাহরিরে। বিশেষ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সংগঠনের সদস্য বেশি। নামি দামি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনেক মেডিক্যাল কলেজে (সরকারি-বেসরকারি) হিজবুত তাহরির সদস্য রয়েছে। আতংকজনক তথ্য হচ্ছে বাইরের কয়েকটি দেশ এই সকল জঙ্গি সংগঠকে কোটি কোটি ডলার সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে। ঐ সকল দেশের উদ্দেশ্য আফগানিস্তানের মত জঙ্গি রাষ্ট্র বানিয়ে বাংলাদেশকে গ্রাস করা। হিজবুত তাহরির প্রধান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএর শিক্ষক মহিউদ্দিন গ্রেফতারের পর নারায়ণগঞ্জের এক মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

র‌্যাবের মিডিয়া অ্যান্ড লিগ্যাল শাখার পরিচালক মোহাম্মদ সোহায়েল ও ইন্টেলিজেন্স উইংয়ের পরিচালক লে. কর্নেল জিয়াউল আহসান বলেন, হিজবুত তাহরির তৎপরতা বন্ধে র‌্যাবের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তারা জানান, জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদের গ্রেফতার করা হলেও এক পর্যায়ে তারা পুনরায় জামিনে বেরিয়ে এসে একইভাবে জঙ্গি তৎপরতা শুরু করে। তাই তাদের তৎপরতা প্রতিরোধে তাদের বিচার বিশেষ ট্রাইব্যুনালে হওয়ার বিকল্প নেই বলে দুই শীর্ষ কর্মকর্তা অভিমত ব্যক্ত করেন।